মূল্যস্ফীতিতে নিম্ন ও সীমিত আয়ের মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার আশঙ্কা

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের দৃষ্টিতে গত বছরের অর্থনীতি

হামিদ সরকার

মূল্যস্ফীতি পুরো বছরটাইতেই দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষ বড় ধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে। আগামী বছরও এই মূল্যস্ফীতির চাপ কমবে বলে মনে হচ্ছে না। আগে ছিল দ্রব্যমূল্যের চাপ। এখন জীবনযাত্রায় অন্যান্য ব্যয়ের চাপ বেড়েছে। বাড়িভাড়া, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদির কারণে মূল্যস্ফীতি এখন জনবীজনে হুমকি হিসেবে এসেছে। আর এটির কারণেই নিম্ন ও সীমিত আয়ের লোকের দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ও অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। নয়া দিগন্ত-র সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

নয়া দিগন্ত : বিদায়ী ২০১১ সালে দেশের অর্থনীতিটা কেমন ছিল বলে আপনি মনে করছেন?

ড. দেবপ্রিয় : অর্থনীতির বিবেচনায় বর্তমান সরকারের তিন বছরের প্রথম দুই বছরের তুলনায় গত বছরটা নাজুক ছিল। এর প্রধান কারণ হলো, সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস'াপনার ক্ষেত্রে বেশি অগোছালোভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজস্ব আয় বাড়া সত্ত্বেও উন্নয়ন বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে ভর্তুকি মেটাতে সরকারকে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। পুরো অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণ নেয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়েছে গত ছয় মাসে। বাজেট করার তিন মাসের মধ্যে এ রকম ত্রুটি ও বাজেটের ব্যয় বৃদ্ধিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাই আগামী অর্থবছর আর্থিক ব্যবস'াপনায় সরকারের আরো বেশি সমন্বয় ও দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

মূল্যস্ফীতির কারণেই নিম্ন ও সীমিত আয়ের লোকদের দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা সমাধানের জন্য সরকারের উচিত বিনা পয়সায় গরিব মানুষকে খাদ্য দেয়া এবং কর্মসংস'ানের ব্যবস'া করা। ক্রয়ক্ষমতার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এ ছাড়া বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি বৃদ্ধি, রফতানি ও রেমিট্যান্স আয় দুটোতেই বেশিমাত্রায় ওঠানামা করেছে গত বছর। আর বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল নগণ্য। সর্বোপরি বৈদেশিক সাহায্য ছাড় না হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলে টাকার মূল্যমান ক্ষয় পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাজার সি'তিশীল করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বিনিয়োগ এবং সরকারি উন্নয়ন ব্যয় কম হওয়ার কারণে অবকাঠামোগত দুর্বলতার উল্লেখযোগ্য দিক। এতে করে সাধারণ জীবন ও ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস- হয়। সরকার যদি ব্যয় করতে না পারে আগামী অর্থবছরও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) কাটছাঁট হবে। পদ্মা সেতু নিয়ে সংশয় ও ট্রানজিট নিয়ে বিতর্ক এই সমস্যা আরো বেশি জটিল করে তোলে। তবে সরকারের সাফল্যও ছিল। খাদ্য উৎপাদনে অব্যাহত সাফল্য এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্রমাগত ধারা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে কিছু সুরাহা হয়েছে।

নয়া দিগন্ত : সরকার ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে তা কতটুকু অর্জিত হবে বলে আপনি মনে করছেন?

দেবপ্রিয় : ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন নির্ভর করছে বোরো বা আউশ কেমন হবে তার ওপর। রফতানি আয়, জনশক্তি রফতানি, সরকারি ব্যয় সঙ্কোচন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে কি না তার ওপর নির্ভর করছে। আমাদের অর্থনীতির যে কাঠামো তাতে ৪-৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এমনিতেই হয়; তবে মূল সহায়তা আসে শিল্প খাত থেকে।

নয়া দিগন্ত : নতুন বছরে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সরকারের প্রতি আপনার কী পরামর্শ?

দেবপ্রিয়: বর্তমানে যেসব সমস্যা দেখছি তা আমলে নিয়ে বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস'াপনার দিকে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।

বিস্তারিত মন্তব্য

মন্তব্য করার জন্যে লগইন করুন

সর্বশেষ সংবাদ | সর্বাধিক পঠিত | সর্বাধিক মতামত

বোমা মেরে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানো যাবে না : প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত
প্রয়োজন না হলে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করবে না ইরান বিস্তারিত
মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে আজ জবানবন্দি দেবেন নবম সাক্ষী বিস্তারিত
দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুট চালু বিস্তারিত
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফল বিস্তারিত

সকল সংবাদ

প্রথম পাতা | শেষের পাতা | সম্পাদকীয় | উপ-সম্পাদকীয় | নগর-মহানগর | বাংলার দিগন্ত | ক্রীড়া দিগন্ত | অন্য দিগন্ত | নিত্যদিন